FEB 1 2001

ভোরের কাগজ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৭

সাক্ষরতা আন্দোলন : উজ্জীবিত টাঙ্গাইল কর্মসূচির নিরক্ষর জরিপ কাজ সমাপ্ত

কে এস রহমান শফি, টাঙ্গাইল থেকে : সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন 'উজ্জীবিত টাঙ্গাইল'-এর নিরক্ষর জরিপ কাজ শেষ হয়েছে। এ প্রকল্পে প্রায় সাড়ে ৫ লাখ শিক্ষার্থীর জন্য ব্যয় হবে ১৭ কোটি ১৫ লাখ ৬৪ হাজার ১২৪ টাকা। শিক্ষার্থী প্রতি ব্যয় ধরা হয়েছে ৩১২ টাকা ৯৮ পয়সা। জেলার ১১ উপজেলার মধ্যে ৯টিকে, ৮ পৌরসভার মধ্যে ৬টিকে এর আওতায় আনা হয়েছে। এ জন্য এ পর্যন্ত সরকারি বরাদ্দ পাওয়া গেছে ৫০ লাখ টাকা। ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১১ লাখ ৪ হাজার ১৪১ টাকা।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, '৯৭ সালের ২৯ এপ্রিল শিক্ষামন্ত্রী টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসককে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচি নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। '৯৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি 'উজ্জীবিত টাঙ্গাইল' সাক্ষরতা সমিতি গঠিত হয়। ২০০০ সালের ৯ এপ্রিল জেলা কার্যনির্বাহী কমিটিসহ ৫টি উপকমিটি গঠন করা হয়। ৩১ আগস্ট জেলা সাক্ষরতা সমিতির সভায় টিএলএম বিষয়ে কতিপয় সুপারিশ ও প্রয়োগ কৌশল নির্ধারিত হয়। ২২ অক্টোবর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও প্রোগ্রাম অফিসারদের সমন্বয়ে সাধারণ সভা হয়। ২৬ ও ২৯ অক্টোবর ৫টি উপকমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৯ নভেম্বর কার্যনির্বাহী কমিটির প্রথম সভা, ২০ নভেম্বর প্রচার উপকমিটি ও ২১ নভেম্বর টেন্ডার উপকমিটির সভা হয়। ৭ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত নিরক্ষর জরিপ কাজ শেষ হয়েছে। এখন শিক্ষক, সুপারভাইজার ও মাস্টার ট্রেইনার নিয়োগ কাজ চলছে।

জরিপে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জেলায় ১১ থেকে ৪৫ বছর বয়স্ক নিরক্ষরের সংখ্যা ৫ লাখ ৪৮ হাজার ১৪৮ জন। এর মধ্যে পুরুষ ২ লাখ ৫৬ হাজার ৫২৮ ও মহিলা ২ লাখ ৯১ হাজার ৬২০ জন। এদের জন্য ১৮ হাজার ৬৪৯টি শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হচ্ছে। কেন্দ্রগুলোর জন্য ১৮ হাজার ৬৪৯ জন শিক্ষক, ১ হাজার ২৬০ জন সুপারভাইজার এবং ৮৪ জন মাস্টার ট্রেইনার নিয়োগ করা হবে।

উল্লেখ্য, টাঙ্গাইল জেলার সদর, ঘাটাইল, দেলদুয়ার, বাসাইল, মির্জাপুর, ভুঞাপুর, গোপালপুর, নাগরপুর ও সখীপুর উপজেলা এবং টাঙ্গাইল, মির্জাপুর, ঘাটাইল, গোপালপুর, ভুঞাপুর ও সখীপুর পৌরসভা এই কর্মসূচির আওতায় এসেছে।